ছাত্র রাজনীতি : সমস্যার গভীরতা ও সমাধানের পথ

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

প্রধানমন্ত্রী আইন করে হলেও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। নতুন কোনো প্রস্তাব নয়। সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অনেকদিন থেকেই এমন প্রস্তাব করে আসছিলেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রীও ক্ষমতায় থাকার সময় এমন প্রস্তাব করেছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী সে প্রস্তাবে সাড়া দেননি। বোঝা যায়, ইস্যুটির রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে, নইলে বারবার তা সামনে আসতো না। অর্থাৎ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কথা বললে কিছু বিবেকবান মানুষের বাহবা পাওয়া যায়। অন্যদিকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে ছাত্র রাজনীতি অব্যাহত থাকছে; এর ফলে ছাত্র রাজনীতি থেকে যারা ফায়দা লুটে এসেছে এবং লুটবে তাদেরও বিরাগভাজন হতে হয় না। অর্থাৎ শ্যাম ও কুল দুই-ই রক্ষা হলো। বিগত এক দশকে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে সরকারি বক্তব্য ও অবস্থান থেকে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়।

ছাত্র রাজনীতির সংকট সামগ্রিক ছাত্র রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করলে অবাস্তব হবে। যে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকার কারণে ছাত্র রাজনীতি এমন নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে এবং তা বন্ধ করার জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় সেগুলো ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী বড়ো রাজনৈতিক দলের লেজুড় ছাত্র সংগঠন। বাম/প্রগতিশীল ছোট দলগুলোর প্রতি আদর্শিক চেতনায় নির্ভরশীল ছাত্র সংগঠন নিয়ে কোনো সংকট তৈরি হয়নি এখনো। কারণ এরা ক্ষমতার ধারে-কাছে নেই। তাই তাদের রাজনীতি এখনো কোনো সংকট তৈরি করেনি। কাজেই যে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাব এসেছে তা ওই বড়ো দল পোষিত ছাত্র সংগঠনের রাজনীতি; এবং তাদের রাজনীতি নামের যে ভয়ঙ্কর এক বিকৃতি এখন শিক্ষাঙ্গনকে গ্রাস করে আছে তার আশু অবসান না হলে উচ্চ শিক্ষার ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন। শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো, রাজনীতি নয়, রাজনীতি নামের বিকৃতির অবসান প্রয়োজন। রাজনীতি জীবনঘনিষ্ঠ, কিন্তু যে রাজনীতি জীবনবৈরী তার প্রয়োজন নেই, যতো দ্রুত তার অবসান হয় ততোই মঙ্গলজনক।

বিকৃত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাবনাটি বিবেচনায় নিতে হলে এই বিকৃত রাজনীতির বাস্তব চিত্রটির নানাদিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। একটু খতিয়ে দেখলে এই বিকৃত ছাত্র রাজনীতির দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এক. সংগঠন, নেতৃত্ব, কর্মকাণ্ড, অর্থ ও অস্ত্র ইত্যাদির উৎসের বিচারে এই ছাত্র সংগঠনগুলো বড়ো রাজনৈতিক দলের সম্প্রসারণ মাত্র। সংগঠনের চারিত্র্য, নেতা কে হবে, কমিটি কিভাবে হবে, কখন কি করতে হবে– সব কিছু সম্পর্কে নির্দেশ আসে জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে। উপরন্তু প্রায়শ এসব ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে থাকে অছাত্র– যাদের ছাত্রত্ব বহুদিন আগেই শেষ হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের ক্যাডারভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সাংসদ/মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এসব অছাত্র ছাত্রনেতা শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতিতে Mark Time করতে থাকে। এ ছাত্র সংগঠনগুলো শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো ইস্যু নিয়ে মাথা ঘামায় না, শিক্ষার্থীর কোনো সমস্যা নিয়ে এদের কোনো লক্ষণীয় ভাবনা চিন্তা নেই। এদের কাজ করতে হয় জাতীয় নেতৃত্বের নির্দেশে। ফলে ক্যাম্পাসে তারা যা করে আসলে তা জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকার সম্প্রসারণ মাত্র। যে যে কারণে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রয়োজনে তাদের লেজুড় ছাত্র সংগঠনকে ব্যবহার-অপব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো, আন্দোলনের সময়ে মাঠ গরম রাখা, নির্বাচনে মাঠ পর্যায়ে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিয়োজিত থাকা, প্রতিপক্ষকে নানাভাবে নাজেহাল বা ঘায়েল করা ইত্যাদি। এসব ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের সারিতে সিংহভাগ অছাত্র ও নিয়মিত কোনো পেশাহীন হওয়ার কারণে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, ইত্যাদির মাধ্যমে আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে হয়। এগুলো করতে হলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে হয়। আবার হল দখল করতেও লড়তে হয়। কাজেই অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, যার জোগান আসে বড়ো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের জ্ঞাতসারেই। কাজেই এসব ছাত্র সংগঠনের ছাত্রদের হাতে বই-খাতা-কলমের পরিবর্তে থাকে অস্ত্র ও মোবাইল। এই যদি ছাত্র রাজনীতির চিত্র হয় তাহলে কোনো বিবেকবান মানুষ এর সপক্ষে অবস্থান নিতে পারে না। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, ছাত্র রাজনীতির এই দুঃখজনক বিকৃতির কারণ ও উৎস ছাত্র সংগঠন বহির্ভূত এবং জাতীয় রাজনীতির চালচিত্র সম্পৃক্ত। দুর্বৃত্তায়িত ও অপরাধায়িত জাতীয় রাজনীতি ছাত্র রাজনীতিকে নিজের হীনস্বার্থে কলুষিত করেছে।

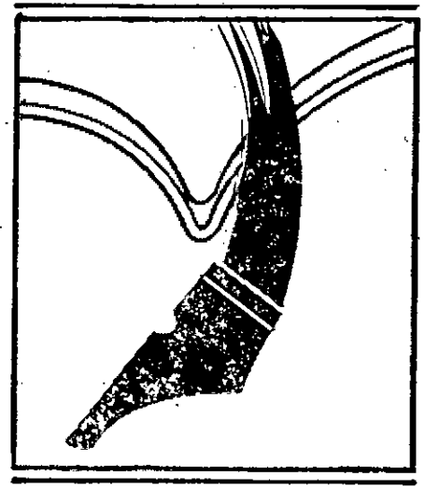

যে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে তা আসলেই নেই, যা আছে তা প্রধানত অছাত্র পরিচালিত বিকৃত ছাত্র রাজনীতি, যা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এই বিকৃতির উৎস জাতীয় পর্যায়ের প্রধান দলগুলো, তাদেরই প্রয়োজনে, নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় উজ্জ্বল অতীতের ছাত্র রাজনীতির এই দশা।

দুই. এই বিকৃত ও অছাত্র পরিচালিত তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির ছাত্র পরিপ্রেক্ষিতও আছে। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে আমাদের যে ব্যবস্থা তা অত্যন্ত শিথিল। সেকেলে পাঠ্যক্রম আর পৌনঃপুনিক প্রশ্নের ধরনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সময় ও শ্রমের ওপর তেমন চাপ পড়ে না (চিকিৎসা ও প্রকৌশল ব্যতিক্রম)। অফুরন্ত অবসর। কাজেই করণীয় হয় হৃদয়বৃত্তির চর্চা, নয় রাজনীতির মতো লাভজনক কিছু করা। শিক্ষাশেষে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা খুব কম শিক্ষার্থীরই আছে। সুতরাং ছাত্র রাজনীতি করলে তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী অনেক অর্জন ও সুবিধা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হয়েও হলে বিনা পয়সায় থাকা ও খাওয়া যায়, বড়ো নেতা হলে প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রীদের সঙ্গে বিদেশ যাওয়া যায়, এক সময়ে সংসদ বা মন্ত্রী হওয়া যায়; এবং সর্বোপরি দু এক বছরে বিত্তহীন থেকে বিত্তবান হওয়া যায়। সুতরাং ছাত্র রাজনীতির মতো লাভজনক আর কোনো পেশা ছাত্র/অছাত্রদের জন্য নেই। এমন রাজনীতি করতে গিয়ে আইন-পুলিশের সামান্য ঝামেলা হয়, কিন্তু তাও মিটে যায় দু একটি ফোনের মাধ্যমে। কাজেই এমন ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে কী 'সোনার ছেলেরা' পড়াশোনা করে এক অনিশ্চিত ও হতদরিদ্র ভবিষ্যৎকে বেছে নেবে? তারা নেবে বা নিতে বাধ্য হবে যদি কিছু পূর্বশর্ত পূরণে সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঐকান্তিকভাবে উদ্যোগী না হয়।

বিকৃত ছাত্র রাজনীতির যে দুটো দিক তুলে ধরলাম তা থেকে নিচের উপসংহারগুলো তৈরি হয়।

ক. যে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে তা আসলেই নেই, যা আছে তা প্রধানত অছাত্র পরিচালিত বিকৃত ছাত্র রাজনীতি, যা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে;

খ. এই বিকৃতির উৎস জাতীয় পর্যায়ের প্রধান দলগুলো, তাদেরই প্রয়োজনে, নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় উজ্জ্বল অতীতের ছাত্র রাজনীতির এই দশা; এবং

গ. ছাত্র রাজনীতি এখন ছাত্র/অছাত্রের জন্য একটু ঝুঁকিপূর্ণ হলেও সবচেয়ে লাভজনক পেশা। এক-তৃতীয়াংশ বেকারের এ দেশে ছাত্র রাজনীতির মতো আকর্ষণীয় কর্মক্ষেত্র আর নেই।

উপসংহারগুলো বিরাজমান নিরেট বাস্তবতার প্রতিফলন। কিন্তু আইন করে কী এমন ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব? দুটো কারণে প্রশ্নটির উত্তর না-বোধক। এক. জনজীবন বিপন্নকারীর বিরুদ্ধে আমাদের দেশে বিশেষ ক্ষমতা ও জননিরপত্তা নামের দুটো কালো আইন আছে, যা ব্যবহারের চেয়ে অপব্যবহার হয়েছে বেশি। উপরন্তু দুষ্টের দমন বা শিষ্টের পালনের যে উদ্দেশ্যের কথা বলে সরকার এ দুটো আইন করেছিল তা অর্জিত হয়নি। ক্রমাগতভাবে দুর্বৃত্ত ও অপরাধ উভয়ের সংখ্যা বেড়েছে। ছাত্র রাজনীতি যদি শিক্ষাজীবনকে বিপন্ন করে তাহলে তার সমাধান আইনে হবে তা ধরে নিতে সংশয় থাকে। দুই. আইন তো ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য করলে হবে না। আইন করতে হবে বড়ো রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য, যেন তারা আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাত্র সংগঠনকে ব্যবহার না করতে পারে। কিন্তু ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হলো আর ছাত্রদেরকে ভিন্নভাবে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যবহার/ অপব্যবহার করলো তাহলে কী সমস্যার সমাধান হবে? অবশ্যই না। কাজেই প্রস্তাবিত আইনের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরতর ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ক্ষমতাসীন সরকার ও বিরোধী দল কি একমত হয়ে এমন একটি আইন পাস করতে পারবে যার কারণে তাদের দল আর ভবিষ্যতে ছাত্র সংগঠনকে ব্যবহার/অপব্যবহার করতে পারবে না? যদি পারতো তাহলে আইনের প্রয়োজন হতো না, ঐকমত্যই যথেষ্ট ছিল। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ হলে ছাত্র সংগঠনগুলো স্বকীয়তা ফিরে পেতো; এবং হয়তো ছাত্র রাজনীতিতে কিছু ফিরে আসতো– যেমন ছিল ভাষা আন্দোলন থেকে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত। তারপরও ছাত্র রাজনীতিতে বিকৃতি হয়তো কিছু থাকবে, তাদের কেউ সন্ত্রাসী হবে, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি করবে। কিন্তু সেগুলোকে আইনশৃঙ্খলা সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে এবং আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগই যথেষ্ট।

কাজেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার আইন নয়, প্রয়োজন দলীয় স্বার্থে ছাত্র সংগঠনকে ব্যবহার/অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন। অর্থাৎ আইন যদি করতেই হয় তবে তা করতে হবে রাজনৈতিক দলের জন্য, ছাত্রদের জন্য নয়। কারণ তাতে কাজ হবে না।

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।